



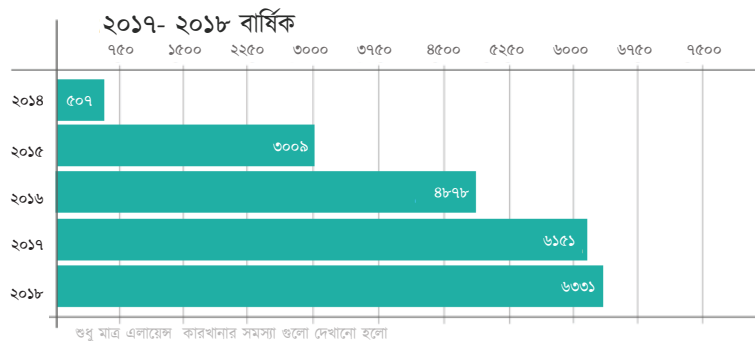
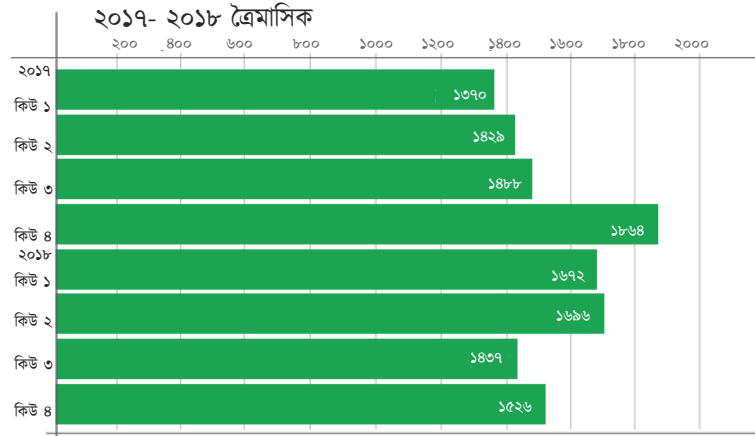
চতুর্থ ত্রৈমাসিক হেল্পলাইন শিরোনাম

২০১৮ সালের ডিসেম্বরের শেষ পর্যন্ত আমাদের কথা হেল্পলাইন ব্যবহারের সুবিধা পৌঁছেছে ১,০৩২টি কারখানার ১৫,০৩,৪৬৭ জন শ্রমিকের নিকট। বছরের চতুর্থ ত্রৈমাসিকে, শ্রমিকরা ১,৫২৬টি বাস্তবভিত্তিক সমস্যা নিয়ে হেল্পলাইনে ফোন করেছিল যার মধ্যে ৩০১টি ফোন ছিল নিরাপত্তা বিষয়ক।

সারা দেশ জুড়ে সহজলভ্য টোল ফ্রি নম্বরে ফোন দেয়া শ্রমিকদের সংখ্যা বৃদ্ধি অব্যাহত রয়েছে এবং ইন্টারেক্টিভ ভয়েস রেসপন্স (আইভিআর) ও হেল্পলাইন কলারদের ভেতর পরিচালিত জরিপ অনুযায়ী শ্রমিকরা হেল্পলাইন ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট।

আমাদের কথা হেল্পলাইন ১লা জুলাই, ২০১৮ ঢাকায় ফুলকির সদরদপ্তরে স্থানান্তরিত হয়ে পুনরায় নতুন করে কাজ শুরু করে যা হেল্পলাইনের উন্নয়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য মাইলফলক এবং বাংলাদেশের তৈরী পোশাক শিল্পখাতে যুগান্তকারী পরিবর্তন এনেছে।

হেল্পলাইনে রিপোর্টকৃত বাস্তবভিত্তিক সমস্যা



কেদ্রবিন্দু: তৈরী পোশাক
শিল্প খাতে সম্পূর্ণ সেবা প্রদান
করার জন্য হেল্পলাইন প্রস্তুত

জুলাই মাসে ফুলকির ঢাকা সদর দফতরে হেল্পলাইন কার্যক্রম সফলভাবে শুরু হওয়ার পর, পরবর্তী পদক্ষেপ হিসেবে হেল্পলাইন ওয়েবসাইট www.amaderkothahelpline.net চালু করেছে যা কিনা বাংলা এবং ইংরেজি দুই ভাষাতেই পাওয়া যায় এবং একই সাথে সামাজিক মাধ্যম লিঙ্কডইন ও ফেসবুকেও এর উপস্থিতি তৈরি করেছে। এই নিউজ লেটারের সমস্ত উপাত্ত ও সামগ্রিক কলের তথ্য এখন আমাদের কথা ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। আগ্রহীপক্ষ অনলাইন কল ডাটা পরিদর্শনের মাধ্যমে মাসিক ফোনের পরিমাণ, কলার এর প্রোফাইল এবং শ্রেণীবিভাগ অনুযায়ী সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবে। ওয়েবসাইটে হেল্পলাইন অফিসারদের একটি তালিকাও রয়েছে।

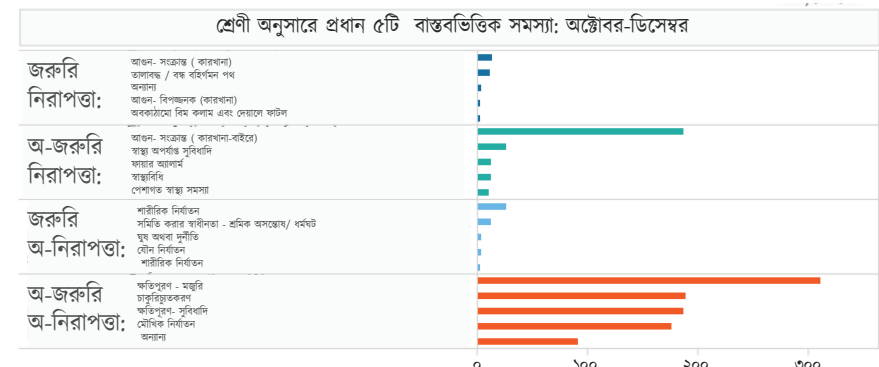
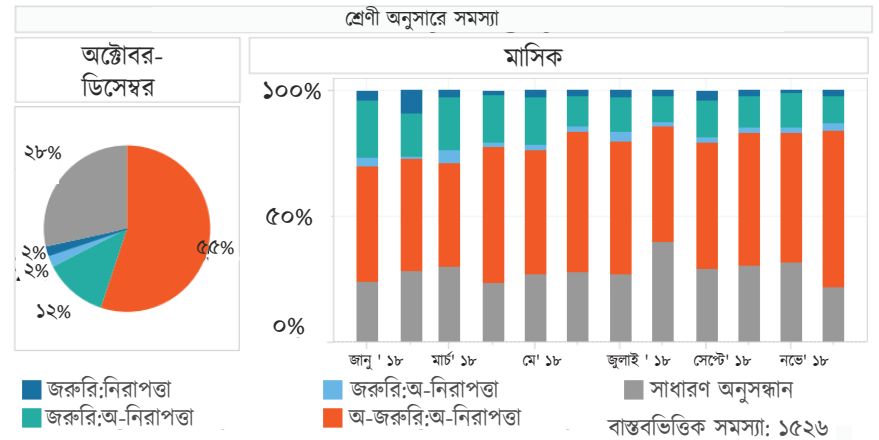
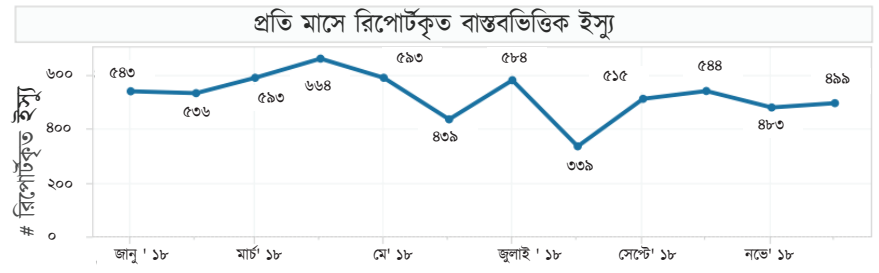
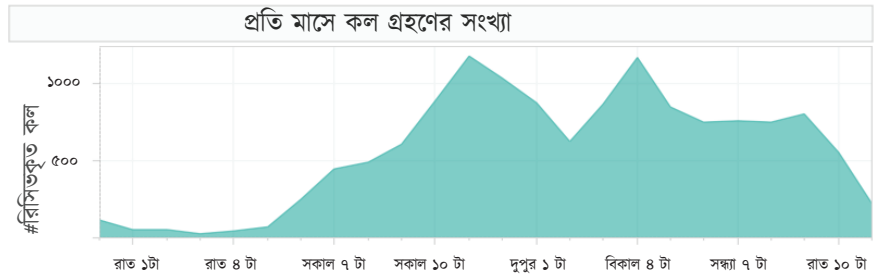
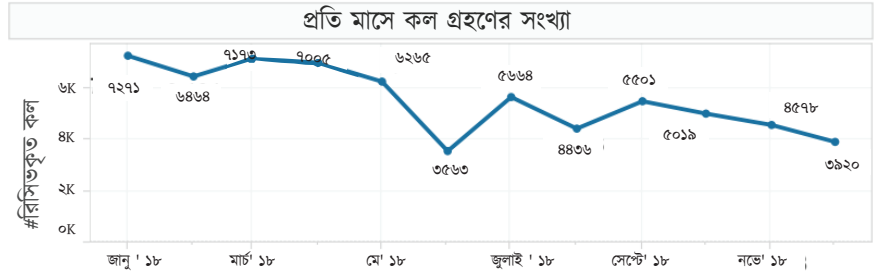
চাহিদা অনুযায়ী এই নিউজ
লেটারের সমস্ত উপাত্ত ও
সামগ্রিক কলের তথ্য এখন
আমাদের কথা ওয়েবসাইটে
পাওয়া যায়।



২০১৮ এর ত্রৈমাসিকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

অনুসন্ধান প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ:

- অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এই ত্রৈমাসিকে আমাদের কথা হেল্পলাইনে মোট ফোন এসেছে ১৩,৫১৭টি এবং এই যাবৎ পর্যন্ত মোট ফোন এসেছে ২,৬২,১৪৬টি। জাতীয় নির্বাচন ও ছুটির কারণে কারখানা বন্ধ থাকায় ডিসেম্বর মাসে ফোন কম ছিল।
- এই ত্রৈমাসিকে সবচেয়ে বেশি ফোন এসেছে সকাল ১১ টা থেকে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত, যা পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং হেল্পলাইন (রিফ্রেশার) প্রশিক্ষণের কারণে প্রচুর টেস্ট ফোন এসেছিল।
- এই ত্রৈমাসিকে আমাদের কথা হেল্পলাইনে মোট ৩০১টি নিরাপত্তা বিষয়ক ফোন এসেছে যার মধ্যে ৩৭টি ছিল জরুরী এবং ২৬৪টি ছিল অ-জরুরী। নিরাপত্তা বিষয়ক সবচেয়ে বেশি যে বিষয়ে ফোন এসেছে তা হলো কারখানার বাইরের আগুন, অপরিষ্কার সুবিধাদি, এবং কারখানার ভিতরের আগুন।
- মিসড কল অথবা টেস্ট কল ব্যতীত এই ত্রৈমাসিকে মোট ফোনের ২৮% ছিল সাধারণ অনুসন্ধানমূলক। অনুসন্ধানমূলক ফোনের অধিকাংশই ছিলো হেল্পলাইন সহায়তার সক্ষমতা এবং শ্রম আইন সংক্রান্ত।
- এই ত্রৈমাসিকে অ্যালায়েন্স কারখানা শ্রমিকদের নিকট থেকে আমাদের কথা হেল্পলাইনে বাস্তবভিত্তিক মোট ফোন এসেছে ১,৫২৬টি। রিপোর্টকৃত বিষয়গুলির বেশিরভাগই ছিল ক্ষতিপূরণ, চাকুরী থেকে অবসান এবং কারখানার বাইরের অগ্নিকাণ্ড সংক্রান্ত।





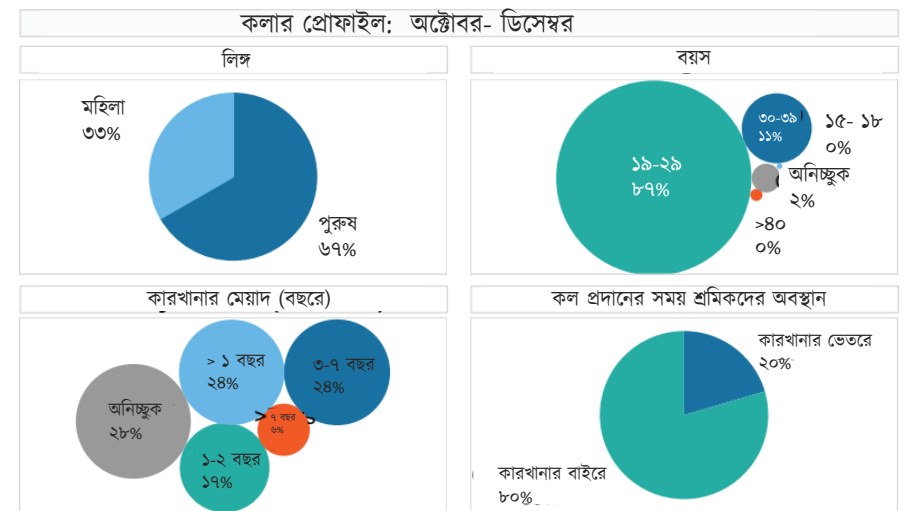
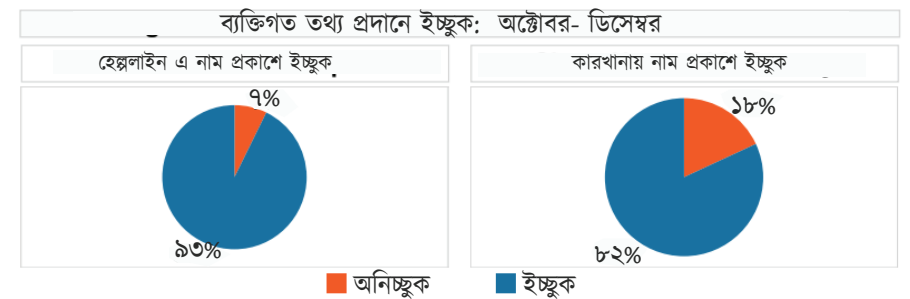
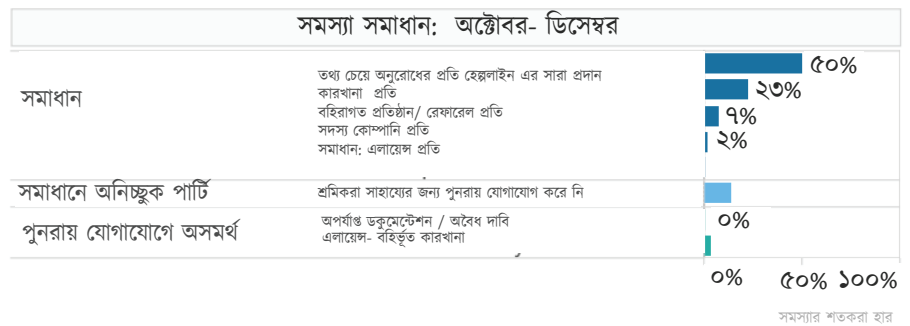
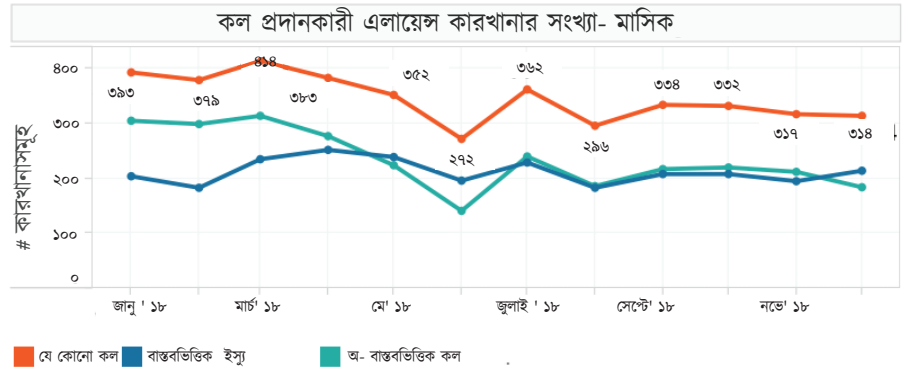
২০১৮ এর ত্রৈমাসিকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য

অনুসন্ধান প্রাপ্ত মূল তথ্যসমূহ অব্যাহত:

- এই তিন মাসে অ্যালায়েন্স কারখানা শ্রমিকদের নিকট থেকে প্রাপ্ত বাস্তবভিত্তিক সমস্যাগুলির মধ্যে ৮২% সমাধান হয়েছে। অবশিষ্ট সমস্যাগুলো সমাধান না হওয়ার কারণ হলো শ্রমিকরা সহায়তা নিতে চায়নি অথবা সমস্যাটি সমাধানের জন্য উক্ত শ্রমিকের সঙ্গে হেল্পলাইন বা অ্যালায়েন্স যোগাযোগ করতে পারেনি।
- এই ত্রৈমাসিকে ৯৩% শ্রমিক তাদের পরিচয় প্রকাশ করে হেল্পলাইনে বাস্তবভিত্তিক সমস্যা রিপোর্ট করেছিল এবং ৮২% শ্রমিক তাদের নাম কারখানার কাছে প্রকাশের অনুমতি দিয়েছিলো।
- হেল্পলাইন প্রশিক্ষণ পেয়েছে এমন ১,০৩২টি কারখানার মধ্যে ২৩৯টি কারখানার (২৩%) শ্রমিকরা অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর ২০১৮ এর মধ্যে হেল্পলাইনে ফোন করেছে। হেল্পলাইন চালু হওয়া ১৪৫টি কারখানার ১৪% শ্রমিক এই তিন মাসে বাস্তবভিত্তিক বিষয় রিপোর্ট করেছে।
- এই ত্রৈমাসিকে অ্যালায়েন্স বহির্ভূত ১৯৪টি কারখানা থেকে শ্রমিকরা হেল্পলাইনে ফোন করেছিল। যার বেশিরভাগই ছিল ক্ষতিপূরণ এবং চাকুরিচ্যুত সংক্রান্ত।
- এই ত্রৈমাসিকে অ্যালায়েন্স অন্তর্ভুক্ত কারখানার শ্রমিকদের কাছ থেকে আসা রিপোর্টের ৯৯% সমস্যার সমাধান ডিসেম্বরের শেষ নাগাদ সম্পন্ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট অ-সমাধানকৃত সমস্যা সমাধানের জন্য অ্যালায়েন্স প্রোটোকল অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

নোট:

শ্রমিকদের দেয়া তথ্য কারখানাগুলো কর্তৃক যাচাই শেষে অ্যালায়েন্সকে ফোনগুলোর উপাত্ত সরবরাহ করা হয়ে থাকে যাতে অ্যালায়েন্স সদস্য কোম্পানিদের সেই উপাত্ত বিতরণ করতে পারে।



আজ পর্যন্ত অগ্রগতি- (জুলাই ২০১৮ থেকে এখন পর্যন্ত)

মোট কল	বাস্তবভিত্তিক সমস্যা	হেল্পলাইন চালু হওয়া কারখানা
কল গ্রহণ ২৬২,১৪৬	এলায়েন্স ৬৩৩২	শ্রমিক ১,৫০৩, ৪৬৭
কল প্রদান ১০৮,০২৩	এলায়েন্স বহির্ভূত ৭৬৯	কারখানা ১,০৩২



আমরা কে?

আওয়ার ভয়েস বা বাংলায় আমাদের কথা তিনটি সহযোগী প্রজেক্ট পার্টনারের এক চমৎকার অংশীদারিত্ব-ক্রিয়ার ভয়েস, কান থ্রুপের একটি প্রকল্প যা হটলাইন পরিচালনা করে এবং সরবরাহকারীদের ভেতর বিবাদ মীমাংসার কৌশল গঠন করে থাকে; ফুলকি একটি সম্মানিত সুশীল সমাজ সংগঠন যা বাংলাদেশে শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জীবনমান উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে; এবং এলিভেট (লেবারলিঙ্কের মূল কোম্পানি), একটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসা বুঁকি এবং স্থায়িত্ব সমাধান প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান। প্রতিটি অংশীদারই তাদের অনেক বছরের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে কারখানাগুলোর জন্য একটি সর্বোচ্চ মানসম্পন্ন নতুন লেবার কমপ্লায়েন্স গঠন করেছে।



কারখানায় আমাদের কথা বিষয়ক তথ্য প্রচার

কেন্দ্রবিন্দুতে হেল্পলাইন (প্রথম পাতার পর):

অভিযোগ পদ্ধতির উদাহরণ এবং আমাদের কথার অতীতের সংস্করণ।

এই সময়ে আমাদের কথার মূল লক্ষ্য ছিল শ্রমিকদের সমস্যা চিহ্নিতকরণ এবং সমাধান করে শ্রমিক অসন্তোষ কমানো। প্রতিদিনই শ্রমিকরা ছোট বড় অনেক বিষয়ই হেল্পলাইনে ফোন করে জানায়। উদাহরণ স্বরূপ:

- প্রোডাকশন ম্যানেজার (উৎপাদন ব্যবস্থাপক) রেগে গিয়ে একজন সুপারভাইজারের মুখে দুইবার আঘাত করে। হেল্পলাইনের মাধ্যমে প্রোডাকশন ম্যানেজার (উৎপাদন ব্যবস্থাপক) এর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।
- একজন শ্রমিক ফোন দিয়ে জানায় যে, কারখানার নিয়ম অমান্য করে অন্য একজন শ্রমিক টয়লেটে ধূমপান করছে যা তাদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। হেল্পলাইনের মাধ্যমে কারখানা কর্তৃপক্ষ ধূমপায়ী ব্যক্তিকে কিছুদিনের জন্য বরখাস্ত করে, সেই সাথে শ্রমিকদের নিরাপত্তা বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করে।
- একজন নিরাপত্তা কর্মী হেল্পলাইনে জানায় যে, তাদের ব্যবহৃত সিকিউরিটি পোস্ট এর সিঁড়িটি ঝুঁকিপূর্ণ। হেল্পলাইনের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে কারখানা কর্তৃপক্ষ সিঁড়িটি মেরামত করে এতে করে নিরাপত্তা কর্মীদের সিঁড়ি ব্যবহারের ঝুঁকি কমে।
- একজন কর্মী ছাদের ফাটলের কারণে বিন্ডিং এর ভিতরে পানি পড়ার বিষয়টি হেল্পলাইনে জানানোর পর হেল্পলাইন ছাদের ফাটল ঠিক হয়ে যাওয়া এবং ছাদের দেয়ালটি নিরাপদ হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করে।
- বেশ কিছু শ্রমিক হেল্পলাইনে ফোন দিয়ে জানিয়েছিল যে, জরুরি সরবরাহ কাজের জন্য তাদেরকে অনেক বেশি সময় ধরে কারখানাতে ওভারটাইম করতে হচ্ছে এবং এতে করে অনেক শ্রমিক অসুস্থ হয়ে পড়ছে। হেল্পলাইন সমস্যাটি বেশ কয়েকজন শ্রমিকের সাথে ক্রস চেক করে এবং সমস্যাটির সত্যতা পেয়ে দ্রুত কারখানা কর্তৃপক্ষের সাথে কথা বলে সমাধানের জন্য। কারখানা কর্তৃপক্ষ সমস্যাটি সমাধান করে এবং শ্রমিকদের অতিরিক্ত ওভারটাইম কমিয়ে দেয়। সেইদিনই হেল্পলাইন অভিযোগকারী শ্রমিকদের সাথে আবার কথা বলে সমস্যা সমাধানের বিষয়টি নিশ্চিত করে।
- একজন শ্রমিক স্টিম পাইপ ছিদ্র হয়ে উৎপাদন কক্ষের মাঝখানে পানি পড়ার বিষয়টি হেল্পলাইনে জানায়। হেল্পলাইন সাথে সাথেই কারখানা ব্যবস্থাপকের সাথে যোগাযোগ করে বিষয়টি তাদের অবহিত করে এবং পরবর্তী দিনেই কারখানা কর্তৃপক্ষ স্টিম পাইপের ছিদ্রটি মেরামত করে।

এই সংস্করণটি আমাদের কথা হেল্পলাইন পরিসংখ্যান চূড়ান্ত ট্যালি চিহ্নিত করে অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কারস সেইফটি মেয়াদকালে। "অ্যালায়েন্স ফর বাংলাদেশ ওয়ার্কারস সেইফটি" প্রতিষ্ঠানটি বন্ধ হওয়ার পরেও, আমাদের কথা প্রস্তুত রয়েছে তৈরী পোশাক শিল্পখাতের সমস্ত কারখানা শ্রমিকদের সেবা প্রদান করার জন্য। হেল্পলাইন সেবা এবং কারখানাগুলোতে হেল্পলাইন প্রশিক্ষণের জন্য কারখানা কর্তৃপক্ষ ও যেকোনো প্রান্ত আমাদের এই ওয়েবসাইটে- info@amaderkothahelpline.net যোগাযোগের জন্য অনুরোধ করা হলো।